ঝিনাইদহে সড়ক বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে ১৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে ১৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার শেখপাড়া- লাঙ্গলবাঁধ সড়কের পাইকপাড়া, ডাউটিয়া ও চাকিরগাতি এলাকায় এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শৈলকুপা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেবাশীষ অধিকারীর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে সওজের বিভিন্ন কর্মকর্তা অংশ নেন।

সওজ সূত্রে জানা গেছে, শেখপাড়া-লাঙ্গলবাঁধ সড়ক প্রশস্তকরণ ও বাঁক সরলীকরণ প্রকল্পের আওতায় শৈলকুপা উপজেলার পাইকপাড়া, ডাউটিয়া ও চাকিরগাতি মৌজায় অধিগ্রহণ করা ২ দশমিক ২৮৬ একর জমিতে নির্মিত ১৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুর রহমান, সওজ ঝিনাইদহের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. জিয়াউদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী ও স্টাফ অফিসার আহসান-উল-কবীরসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

এছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস, গ্রাম পুলিশ, আনসার এবং শৈলকুপা থানা পুলিশের সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।

সওজ ঝিনাইদহের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান বলেন, “উচ্ছেদ করা ১৯টি স্থাপনা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে ১ লাখ ৪৫ হাজার ১০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।”

ঝিনাইদহে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

পরিচ্ছন্ন জেলা গড়তে এবং জনদুর্ভোগ কমাতে ঝিনাইদহে মহাসড়কের পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় জেলা শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অভিযানের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহে স্থানীয়র সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়।

জেলা প্রশাসন ও সড়ক বিভাগের উদ্যোগে স্কাউটের সহযোগীতায় শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে আরাপপুর জামতলা হয়ে আরাপপুর মোড়, পাগলা কানাই সড়ক, চুয়াডাঙ্গা সড়কসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্ন অভিযান করা হয়। এ সময় মহাসড়কের পাশে থাকা কাঠের গুড়ির ভাগাড়, বালুর স্তুপ সহ অস্থায়ী অবকাঠামো অপসারণ করা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায় বলেন, জনভোগান্তি নিরসন ও পরিচ্ছন্ন জেলা গড়তে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। সড়ক-মহাসড়কের পাশে কোন অবৈধ স্থাপনা ও সামগ্রী রাখা থেকে জনগনকে বিরত থাকতে হবে। শহরটি সবার, সবাই মিলে শহরকে সুন্দর রাখার চেষ্টা করা উচিত।

আলমডাঙ্গায় সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান

জামজামি বাজারের ব্রিজ এলাকায় সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় ফাঁড়ি–পুলিশের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসু।

উপজেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, জামজামি বাজারের ব্রিজের দুই পাশ

এবং আশপাশের সরকারি জায়গাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি দোকান, স্থাপনা ও অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে দখল করে রেখেছিলেন। এতে ব্রিজের মুখে জায়গা সংকুচিত হয়ে বাজারের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতো এবং ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকবার দখল সরানোর মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হলেও দখলদাররা তা উপেক্ষা করেন। পরবর্তীতে সরেজমিনে যাচাই-বাছাই শেষে উপজেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বেশ কয়েকটি স্থাপনা অপসারণ করা হয় এবং সরকারি জমিটি সম্পূর্ণ দখলমুক্ত করা হয়। এতে ব্রিজের দুই পাশের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পায় এবং বাজার এলাকায় স্বাভাবিক চলাচল পুনরায় নিশ্চিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দখলদারির কারণে বাজারের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ব্রিজ এলাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছিল বেশি। উচ্ছেদ অভিযানে তারা স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসু বলেন, সরকারি খাসজমিতে কোনো ধরনের অবৈধ দখল বরদাস্ত করা হবে না। নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজন হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ।

শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে সড়ক বিভাগ।

সোমবার (১৯ মে) সকালে শৈলকুপা উপজেলা আসাননগর এলাকায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় এ অভিযান চালানো হয়।

সড়ক বিভাগ জানায়, মহাসড়কের আসাননগরে মহাসড়কের জায়গা দখল করে পাকা স্থাপনা তৈরী করেছিলো স্থানীয় বাসিন্দা খায়রুল ইসলাম। বারবার

জানানোর পরও তিনি স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করেন নি। যে কারণে সোমবার শৈলকুপার এসিল্যান্ড সিরাজুস সালেহীন’র নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। গুড়িয়ে দেওয়া হয় পাকা স্থাপনা।

সেসময় ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর, সার্ভেয়ার সোহেল রানাসহ শৈলকুপা থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর বলেন, মহাসড়কের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে নির্মিত পাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। মহাসড়কের আশেপাশে যেকোনো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। বারবার সতর্ক করার পরও নির্মাণ কাজ বন্ধ না করায় আজকের এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মহাসড়কের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে ভবিষ্যতেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান চলবে। আমরা সকলকে অনুরোধ করছি, মহাসড়কের জায়গা দখল করে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করবেন না।

চুয়াডাঙ্গায় উচ্ছেদ করা হচ্ছে অবৈধ স্থাপনা

চুয়াডাঙ্গা বিভিন্ন সময় গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনা রোধে সড়কের দুপাশে গড়ে ওঠা এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় থেকে এই অভিযান শুরু হয়ে চলে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। চুয়াডাঙ্গা শহরের পৌর এলাকা ভিমরুল্লা থেকে জীবননগর পৌর এলাকা পর্যন্ত এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। একই সাথে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে খুঁটি দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে সড়ক বিভাগের জায়গাগুলো। চুয়াডাঙ্গার প্রায় ৫০টি স্থানে ওই উচ্ছেদ অভিযান চলবে বলে জানা গেছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অনিন্দিতা রায় এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা

করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ মনজুরুল করিম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ সুজাত কাজী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজী আজিজুর রহমানসহ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি করে ইউনিট।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের আঞ্চলিক সড়কের দুপাশে জায়গা দখল করে অবৈধভাবে পাকা, আধাপাকাসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করেন স্থানীয়রা। সড়ক বিভাগ নোটিশ ও মাইকিং করে স্থাপনাগুলো সরিয়ে নিতে বললেও তা সরিয়ে নেননি অবৈধ দখলদাররা। তাই আজ সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাক থেকে জীবননগর পৌর এলাকা পর্যন্ত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হবে বলে জানান সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে অবৈধ ভাবে রাস্তার পাশে রাখা নির্মাণ সামগ্রী উচ্ছেদ

চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে চুয়াডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে থাকা নির্মাণ সামগ্রী ইট বালু ব্যানার ফেস্টুন পোস্টার সহ বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ সামগ্রী বিনষ্ট ও উচ্ছেদ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া নির্দেশনায় ও চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার( ভূমি) মাজহারুল ইসলামের নেতৃত্ব মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সামনে বিভিন্ন ধরনের নির্মাণসামগ্রী ইট বালি খোয়া ব্যানার-ফেস্টুন সহ রাস্তা অবৈধভাবে দখল করে ব্যবসা পরিচালনার বিভিন্ন ধরনের নির্মাণসামগ্রী জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

অভিযান পরিচালনার সময় চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলাম বলেন,রাস্তার পাশে নির্মাণ সামগ্রী না রাখার জন্য বারবার মাইকিং করা সত্ত্বেও যারা নির্মাণ সামগ্রী রেখে নগরীর সৌন্দর্য বিনস্ট করার পাশাপাশি চলাচলের বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন তাদের জন্য অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং সকল ধরনের নির্মাণসামগ্রী জব্দ করা হচ্ছে।

এসময় তিনি আরো বলেন, এ অভিযান নিয়মিত চলবে। প্রয়োজনে পৌরসভার আইনে জরিমানা ও করা হবে।নগরীর সৌন্দর্য রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। এসময় তিনি সকলকে আইন মানার আহ্বান জানান এবং চমৎকার চুয়াডাঙ্গা গঠন করার জন্য সকলের নিকট সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন ।

মুজিবনগরে কৃষি জমিতে নির্মাণাধীন অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের মুজিবনগর দর্শনা প্রধান সড়কের পাশে রতনপুর গ্রামে কৃষি জমিতে নির্মাণাধীন সিএবি নামে অবৈধ্য ইট ভাটা উচ্ছেদ করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া।

মঙ্গলবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অনিমেষ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস বলেন, বৈধ কাগজপত্র না থাকা পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র পত্র না থাকা এবং তিন ফসলি কৃষি জমিতে অবৈধভাবে ইটভাটা নির্মাণ করার কারণে এই ভাটা বন্ধ করা সহ নির্মাণাধীন স্থাপনা ভেঙে দিয়ে আজ থেকে ভাটা বন্ধ ঘোষণা করা হলো। এই ইটভাটা যদি পুনরায় কেউ চালু করার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার

যে সমস্ত ইটভাটার সঠিক কাগজপত্র নেই তাদেরও বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় অভিযানে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়োকেমিস্ট নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর আব্দুস সালাম সহ মুজিবনগর থানা পুলিশের টিম উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা পশুহাটে সড়ক নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে দোকানপাট উচ্ছেদ

আলমডাঙ্গার পশুহাটের সড়ক যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে অবৈধ নির্মিত দোকান উচ্ছেদ করেছে পৌর প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুরের নেতৃত্বে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

তবে, উপজেলা প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযানকে অযৌক্তিক দাবি করেন স্থানীয় ভুক্তভোগী দোকান মালিকেরা। প্রভাবশালীদের স্থাপনা উচ্ছেদ না করে গবির-দুস্তদের উপর নির্মম অত্যাচার করছে।

স্থানীয়রা জানান, গত ৩ মাস পূর্বে আলমডাঙ্গা পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ফুটপাথ দখল মুক্ত ও অবৈধ দখলদারি দুরীকরণে লক্ষ্যে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন পৌর প্রশাসন। গত কয়েক দিনের এ অভিযান অতর্কিত ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আবারো পূণরায় শুরু হয় দখল।

আলমডাঙ্গা পৌর শহরের প্রধান সড়কের দুই পাশের ড্রেনের ফুটপথ গুলো ব্যবসায়ীদের কবলে। এতে সাধারণ মানুষ ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় রাস্তার পাশ দিয়ে। অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার হয় সাধারণ পথচারীরা। তবুও পৌর প্রশাসন নিরব ভূমিকা পালন করে আসছে।

গত ৩ মাস পূর্বে পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অবৈধ নির্মিত দোকান সরিয়ে নেবার নোটিশ প্রদান করে। নোটিশ প্রদানের